ছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান। কেউই পিতার হাত থেকে কিছু
৩০ কেড়ে নিতে পারে না। আমি আর পিতা এক।"
৩১ তখন যিহূদী নেতারা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর কুড়িয়ে
৩২ নিলেন। যীশু তাঁদের বললেন, "পিতার আদেশ মত অনেক ভাল ভাল কাজ আমি আপনাদের দেখিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে কোন্ কাজের জন্য আপনারা আমাকে পাথর মারতে চান?"
৩৩ নেতারা উত্তরে বললেন,"ভাল কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলছ বলেই মারি। মানুষ হয়েও তুমি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করছ।"
৩৪ যীশু বললেন, "আপনাদের আইন-কানুনে কি লেখা নেই যে,
৩৫ 'আমি বললাম, তোমরা ঈশ্বরের মত?' ঈশ্বরের বাক্য যাদের কাছে এসেছিল তাদের তো তিনি ঈশ্বরের মত বলেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রের
৩৬ কথা কি বাদ দেওয়া যেতে পারে? পারে না। তাহলে পিতা নিজের উদ্দেশ্যে যাঁকে আলাদা করলেন এবং জগতে পাঠিয়ে দিলেন সেই আমি যখন বললাম,'আমি ঈশ্বরের পুত্র' তখন আপনারা কেমন করে বলছেন,
৩৭ 'তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলছ'? আমার পিতার কাজ যদি আমি না করি তবে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না।
৩৮ কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও আমার কাজগুলো অন্ততঃ বিশ্বাস করুন। তাতে আপনারা জানতে ও বুঝতে পারবেন যে, পিতা আমার মধ্যে আছেন আর আমি পিতার মধ্যে আছি।"
৩৯ তখন যিহূদী নেতারা আবার যীশুকে ধরবার চেষ্টা করলেন,
৪০ কিন্তু তিনি তাঁদের হাত এড়িয়ে চলে গেলেন। এর পরে তিনি আবার যর্দন নদীর ওপারে গিয়ে থাকতে লাগলেন। সেখানেই যোহন প্রথমে
৪১ বাপ্তিস্ম দিতেন। অনেক লোক যীশুর কাছে গেল এবং বলাবলি করতে লাগল,"যোহন কোন আশ্চর্য কাজ করেননি বটে, কিন্তু তবু ও
৪২ তিনি এই লোকটির বিষয়ে যা যা বলেছিলেন তা সবই সত্যি।" আর সেখানে অনেক লোক যীশুর উপরে বিশ্বাস করল।

মৃত লাসারকে জীবন দান

১১ লাসার নামে বেথনিয়া গ্রামের একজন লোকের অসুখ হয়েছিল।
২ মরিয়ম ও তাঁর বোন মার্থা সেই গ্রামে থাকতেন। ইনি সেই মরিয়ম

যিনি প্রভুর পায়ে সুগন্ধি আতর ঢেলে দিয়ে নিজের চুল দিয়ে তাঁর
পা মুছিয়ে দিয়েছিলেন। যে লাসারের অসুখ হয়েছিল, তিনি
৩ ছিলেন এই মরিয়মের ভাই। এই জন্য তাঁর বোনেরা যীশুকে এই
কথা বলে পাঠালেন, "প্রভু , আপনি যাকে ভালবাসেন তার অসুখ
হয়েছে।"

৪ এই কথা শুনে যীশু বললেন, "এই অসুখ তার মৃত্যুর জন্য
হয়নি বরং ঈশ্বরের গৌরবের জন্যই হয়েছে, যেন এর মধ্য দিয়ে
ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা প্রকাশ পায়।"

৫,৬ মার্থা, তাঁর বোন ও লাসারকে যীশু ভালবাসতেন। যখন যীশু
লাসারের অসুখের কথা শুনলেন তখন তিনি যেখানে ছিলেন
৭ সেখানেই আরও দু' দিন রয়ে গেলেন। তারপর তিনি শিষ্যদের বল–
লেন, "চল, আমরা আবার যিহূদিয়াতে যাই।"

৮ শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "গুরু, এই কিছু দিন আগে নেতারা
আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিলেন, আর আপনি আবার সেখানে
যাচ্ছেন?"

৯ যীশু উত্তর দিলেন, "দিনে কি বারো ঘন্টা নেই? কেউ যদি দিনে
ঘুরে বেড়ায় সে উছোট খায় না, কারণ সে এই পৃথিবীর আলো দেখে।
১০ কিন্তু যদি কেউ রাতে ঘুরে বেড়ায় সে উছোট খায়, কারণ তার মধ্যে
আলো নেই।"

১১ এই সব কথা বলবার পরে যীশু শিষ্যদের বললেন, "আমাদের
বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।"

১২ এতে শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "প্রভু, যদি সে ঘুমিয়েই থাকে,
তবে সে ভাল হবে।"

১৩ যীশু লাসারের মৃত্যুর কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা
১৪ ভাবলেন তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথাই বলছেন। যীশু তখন স্পষ্ট
১৫ করেই বললেন, "লাসার মারা গেছে, কিন্তু আমি তোমাদের কথা ভেবে
খুশী হয়েছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না যাতে তোমরা বিশ্বাস
করতে পার। চল, আমরা লাসারের কাছে যাই।"

১৬ তখন থোমা, যাঁকে দিদুমঃ ও বলা হয়, তাঁর সংগী–শিষ্যদের বল–
লেন, "চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সংগে মরতে পারি।"

১৭ যীশু সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, চার দিন আগেই

১৮ লাসারকে কবর দেওয়া হয়েছে। যিরূশালেম থেকে বৈথনিয়া প্রায়
১৯ দু' মাইল দূরে ছিল। যিহূদীদের মধ্যে অনেকেই মার্থা ও মরিয়মকে
২০ তাঁদের ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য সান্ত্বনা দিতে এসেছিল। যীশু আসছেন
শুনে মার্থা তাঁর সংগে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরে বসে
রইলেন।

২১ মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন
২২ তবে আমার ভাই মারা যেত না। কিন্তু আমি জানি, আপনি এখনও
ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন ঈশ্বর তা আপনাকে দেবেন।"

২৩ যীশু তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে।"

২৪ তখন মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি, শেষ দিনে মৃত
লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে, তখন সেও উঠবে।"

২৫ যীশু মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে
২৬ আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত হবে। আর যে
জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না।
তুমি কি একথা বিশ্বাস কর?"

২৭ মার্থা তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, জগতে
যাঁর আসবার কথা আছে, আপনিই সেই মশীহ ঈশ্বরের পুত্র।"

২৮ এই কথা বলে মার্থা গিয়ে তাঁর বোন মরিয়মকে গোপনে ডেকে
বললেন, "গুরু এখানে আছেন ও তোমাকে ডাকছেন।"

২৯ মরিয়ম এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে যীশুর কাছে গেলেন।
৩০ যীশু তখনও গ্রামে এসে পৌঁছাননি; মার্থা যেখানে তাঁর সংগে
৩১ দেখা করেছিলেন সেখানেই ছিলেন। যে যিহূদীরা মরিয়মের সংগে
ঘরে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তারা মরিয়মকে তাড়াতাড়ি উঠে
বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছনে পিছনে গেল। তারা ভাবল, মরিয়ম
কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন।

৩২ যীশু যেখানে ছিলেন মরিয়ম সেখানে গেলেন, আর তাঁকে দেখতে
পেয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি এখানে
থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না।"

৩৩ যীশু মরিয়মকে এবং তাঁর সংগে যে যিহূদীরা এসেছিল তাদের
৩৪ কাঁদতে দেখে অন্তরে খুব অস্থির হলেন। তিনি তাদের বললেন,
"লাসারকে কোথায় রেখেছ?"

তারা বলল,"প্রভু, এসে দেখুন।"

৩৫,৩৬ তখন যীশু কাঁদলেন। তাতে যিহূদীরা বলল, "দেখ, উনি লাসারকে কত ভালবাসতেন।"

৩৭ কিন্তু যিহূদীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "অন্ধের চোখ যিনি খুলে দিয়েছেন, তিনি কি এমন কিছু করতে পারতেন না যাতে লোকটি মারা যেত না?"

৩৮ এতে যীশু অন্তরে আবার অস্থির হলেন এবং কবরের কাছে গেলেন। কবরটা ছিল একটা গুহা। সেই গুহার মুখে একটা পাথর
৩৯ বসানো ছিল। যীশু বললেন,"পাথরখানা সরাও।"

যিনি মারা গেছেন তাঁর বোন মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, এখন দুর্গন্ধ হয়েছে, কারণ চার দিন হল সে মারা গেছে।"

৪০ যীশু মার্থাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে বলিনি, যদি তুমি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?"

৪১ তখন লোকেরা পাথরখানা সরিয়ে দিল। যীশু উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমি
৪২ তোমাকে ধন্যবাদ দিই। অবশ্য আমি জানি সব সময়ই তুমি আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে, তারা যেন বিশ্বাস করতে পার যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ, সেই জন্যই এ কথা বললাম।"

৪৩ এই কথা বলবার পরে যীশু জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার, বের হয়ে এস।"

৪৪ যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আস-লেন। তাঁর হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল এবং তাঁর মুখ রুমালে বাঁধা ছিল। যীশু লোকদের বললেন, "ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।"

ফরীশীদের ষড়যন্ত্র

৪৫ মরিয়মের কাছে যে সব যিহূদীরা এসেছিল, তাদের মধ্যে অনে-
৪৬ কেই যীশুর এই কাজ দেখে তাঁর উপর বিশ্বাস করল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফরীশীদের কাছে গিয়ে যীশু যা করেছিলেন তা
৪৭ বলল। তখন প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা মহাসভার লোকদের জড় করে বললেন,"আমরা এখন কি করি? এই লোকটা তো অনেক

৪৮ আশ্চর্য কাজ করছে। আমরা যদি তাকে এই ভাবে চলতে দিই, তবে সবাই তার উপরে বিশ্বাস করবে, আর রোমীয়েরা এসে আমাদের উপাসনা-ঘর এবং আমাদের জাতিকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

৪৯ তাঁদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন সেই বছরের মহা-পুরোহিত
৫০ ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা কিছুই জান না, আর ভেবেও দেখ না যে, গোটা জাতিটা নষ্ট হওয়ার চেয়ে বরং সমস্ত লোকের বদলে একজন মানুষের মৃত্যু অনেক ভাল।"

৫১ কাইয়াফা যে নিজে থেকে এ কথা বলেছিলেন তা নয় কিন্তু তিনি ছিলেন সেই বছরের মহা-পুরোহিত। সেই জন্য তিনি ভবিষ্যতের
৫২ কথা বলেছিলেন যে, যিহূদী জাতির জন্য যীশুই মরবেন। কেবল যিহূদী জাতির জন্যই নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যে সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জড় করে এক করবার জন্যও তিনি মরবেন।

৫৩ সেই দিন থেকে যিহূদী নেতারা যীশুকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র
৫৪ করতে লাগলেন। সেই জন্য যীশু খোলাখুলিভাবে যিহূদীদের মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন, আর সেই জায়গা ছেড়ে মরু-এলাকার কাছে ইফ্রয়িম নামে একটা গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে থাকতে লাগলেন।

৫৫ তখন যিহূদীদের উদ্ধার-পর্ব কাছে এসেছিল। পর্বের আগে নিজেদের শুচি করবার জন্য অনেক লোক গ্রাম থেকে যিরূশালেমে
৫৬ গিয়েছিলেন। এই সব লোকেরা যীশুর খোঁজ করতে লাগল। তারা উপাসনা-ঘরে দাঁড়িয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "তিনি কি এই পর্বে একেবারেই আসবেন না? তোমাদের কি মনে হয়?"

৫৭ প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরাও আদেশ দিয়েছিলেন যে, যীশু কোথায় আছে তা যদি কেউ জানে তবে সে যেন খবরটা তাঁদের জানায়, যাতে তাঁরা যীশুকে ধরতে পারেন।

মরিয়মের শ্রদ্ধা

১২ উদ্ধার-পর্বের ছয় দিন আগে যীশু বেথনিয়াতে গেলেন। যাঁকে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন সেই লাসার বৈথনিয়াতে বাস
২ করতেন। সেখানে তাঁরা যীশুর জন্য খাওয়ার আয়োজন করলেন। মার্থা পরিবেশন করছিলেন। যাঁরা যীশুর সংগে খেতে বসেছিলেন